মোড়লের ক্ষমতা আর নেই, বিশ্বাসযোগ্যতা হারাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র

ইতিহাস বলছে যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব বিস্তারের স্বভাব বেশ পুরনো। বিভিন্ন দেশে জাতি গঠনের নামে যুক্তরাষ্ট্র স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে নিজের কাঁধে দায়িত্ব নিতো। ২০০১ সালে সন্ত্রাসী হামলার পর এই মোড়লের হাতে নতুন হাতিয়ার তুলে দেওয়া হয়। আর তাতে আফগানিস্তান মিশনের নামে বিভিন্ন দেশে সামরিক অভিযান চালায় যুক্তরাষ্ট্র। অবশ্য সেখানে টানা ২০ বছর লিপ্ত থেকে বিফল হওয়ার পর তার আর জাতিগঠনে দায়িত্ব পালন করে না। তবে নিজেদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার নামে বিভিন্ন দেশে আগ্রাসনে সহায়তা দেয়। তবে তাতেও এখন পর্যন্ত সফলতার মুখ দেখেনি যুক্তরাষ্ট্র। তার অন্যতম উদাহরন ইসরায়েল-ফিলিস্তিন যুদ্ধ।

১৯৯১ সালে স্নায়ু যুদ্ধের পর একক পরাশক্তি হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রকে এই সময়ের মধ্যে বড় কোনো চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হয়নি। বরং এ সময়ে দেশটি সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডাব্লিউ বুশের দাবিকৃত ‘নতুন বিশ্বব্যবস্থা’ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দেশে দেশে ক্ষমতার পরিবর্তনে নিজেকে ব্যস্ত রেখেছিল। যুক্তরাষ্ট্রের এমন উদ্যোগের বলি হয়েছে ইরাক, সাবেক যুগোস্লাভিয়া, লিবিয়া, আফগানিস্তান এবং সিরিয়া। এর বাইরে এমনও অনেক দেশ রয়েছে যেখানে যুক্তরাষ্ট্র পরোক্ষভাবে সরকার, শাসনক্ষমতা বদলে দিয়েছে। এছাড়া যুক্তরাষ্ট্র বিভিন্ন বৈশ্বিক সংগঠনের ওপর প্রভাব বিস্তার করে ওয়াশিংটনের ইচ্ছার বাইরে কাজ করা বিভিন্ন দেশকে শায়েস্তা করতে চেয়েছে এবং করেছে। যেমন জাতিসংঘকে ব্যবহার করে ইরান এবং উত্তর কোরিয়ার ওপর অবরোধ আরোপ করেছে।

ইরাক ও আফগানিস্তান যুদ্ধের সরাসরি ব্যয় প্রায় দুই ট্রিলিয়ন ডলার বলে অনুমান করা হয়। এর বাইরে যুদ্ধ দুটিতে অংশ নেয়া সেনাদের চিকিৎসাসেবা ও বিকলাঙ্গ ভাতা পরিশোধ করার জন্য আরও কয়েক ট্রিলিয়ন যোগ হয়েছে। ফল হিসেবে অবিজয়যোগ্য দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধ দুটি মার্কিন সামরিক বাহিনীকে মাটিতে নামিয়ে এনেছে এবং ক্লান্ত করে দিয়েছে। পরিপূর্ণভাবে বিদ্রোহীদের পরাজিত করা এবং বিচ্ছিন্নতাবাদ দমনে তাদের অক্ষমতার প্রমাণও দিয়েছে ইরাক ও আফগান

যুদ্ধ। এমনকি বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী ও ব্যয়বহুল সামরিক বাহিনীর সীমাবদ্ধতা এবং মার্কিন বাহিনীর অনৈতিকতার প্রমাণও হয়ে পড়েছে এ দুটি যুদ্ধ।

একই সঙ্গে বুশ প্রশাসনের বেপরোয়া ও উদ্ধত একতরফা (তুমি হয় আমাদের সঙ্গে, না হয় বিপক্ষে) মিত্রদের মাঝে বিরোধ তৈরি করেছে এবং বিশ্বব্যাপী জনমতকে অবজ্ঞা করেছে। বুশ প্রশাসনের বিদায়ের পর পছন্দের রেটিংয়ে বিশ্বজুড়ে দেশটির অবস্থান ছিল একেবারে তলানিতে। যুদ্ধের সময় প্রকাশিত হয়ে পড়া যুক্তরাষ্ট্রের ঘৃণ্য আচরণ (আবু গারিব কারাগার, নির্যাতন, গুয়ান্তানামো বে কারাগার ইত্যাদি) আল-কায়দাকে চরমপন্থায় উদ্বুদ্ধ হওয়ার রসদ সরবরাহ করেছে। এর জন্য আফগানিস্তানে হলেও আমেরিকাবিদ্বেষী ঘৃণা অনেক দেশে স্থানান্তরিত হয়েছে এবং ছড়িয়ে পড়েছে। এ ছাড়া আমেরিকার সামরিক বাহিনীর দুর্বল ও ক্ষয়িষ্ণু হয়ে পড়াটা একসময় নিজেদের প্রভাব বিস্তারের জন্য সাহসী থাকা দেশটির আঞ্চলিক শক্তিগুলোর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত ও বহুমুখী উত্থানের অক্ষমতার অভূতপূর্ব পরিস্থিতি তৈরি করেছে।

দীর্ঘদিন ধরে চলমান ইসরাইল-ফিলিস্তিনের সংকট নিরসনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শর্ত ছিল দুই পক্ষের জন্য আলাদা দুটি রাষ্ট্র। আর এই দ্বি-রাষ্ট্রভিত্তিক সমাধানের তত্ত্বটি এসেছিলো ১৯৯৩ সালে অসলো শান্তি আলোচনার মাধ্যমে এবং দু’পক্ষই তাতে সম্মত হয়েছিল। ১৯৯৩ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর হোয়াইট হাউসে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের মধ্যস্থতায় ফিলিস্তিনি নেতা ইয়াসির আরাফাত ও ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী আইজাক রবিনের মধ্যে অসলো চুক্তি সই হয়। এই চুক্তি স্বাধীন ফিলিস্তিনের স্বপ্ন দেখালেও চুক্তির ৩০ বছর ঘিরে ইজরায়েলের আগ্রাসন বন্ধ হয়নি বরং আরও বেড়েছে।

অসলো চুক্তি অনুযায়ী, ফিলিস্তিনি মুক্তি সংস্থা (পিএলও) ইসরায়েলকে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয় এবং পক্ষান্তরে ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষ অবিভক্ত ফিলিস্তিনের ৭৮ শতাংশ ভূমির ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে। বাকি থাকা ২২ শতাংশ ভূমি নিয়ে সম্ভাব্য স্বাধীন ফিলিস্তিনকেও স্বীকৃতি দেয়নি তেল আবিব। যুক্তরাষ্ট্রের ফর্মুলা অনুযায়ী ‘দুই রাষ্ট্র’ সমাধানের বিষয়ও সামনে এগিয়ে যায়নি। ইসরায়েলও এটি নিয়ে এখন কোনো কথা বলছে না। অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্ততায়ও ভেস্তে গেছে সেই চুক্তি।

অসলো চুক্তি সইয়ের পর ইসরায়েলি প্রশাসন তাদের ভূমি দখল অব্যাহত

রেখেছে। আন্তর্জাতিক কর্তৃপক্ষের সমালোচনা উপেক্ষা করে এখন পর্যন্ত তারা এটি জারি রেখেছে। ২০০৩ সালে পশ্চিম তীরে ইহুদি বসতি আগের তুলনায় দ্বিগুণ হয়। ২০২৩ সালে এসে সেই হার চার গুণেরও বেশি হয়েছে। বর্তমানে পশ্চিম তীর ও পূর্ব জেরুজালেমে ২৭৯টি অবৈধ বসতিতে সাত লাখ ইহুদির আবাস গড়ে তুলেছে ইজরায়েলি প্রশাসন। এ ছাড়া ইসরায়েলের সামরিক বাহিনীর উপস্থিতি ক্রমেই জোরালো হয়েছে।

গত ৭ অক্টোবর থেকে গাজার চারপাশের বাধা বেড়া ভেঙে ইসরায়েলি শহর ও কিববুৎজে তাণ্ডব চালিয়ে হাজার হাজার মানুষ নিহত হওয়ার পর গাজা শাসনকারী হামাসকে নিশ্চিহ্ন করার অঙ্গীকার করেছে ইসরায়েল। এরপর থেকে ইসরাইল আকাশ থেকে গাজায় হামলা চালায় এবং ছিটমহলটি পুরোপুরি অবরোধ করে রাখে।

ফিলিস্তিনের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বলছে, চার হাজারেরও বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে। জাতিসংঘ বলছে, ১০ লাখেরও বেশি মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়েছে।

অন্যদিকে ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসনের বিরুদ্ধে টেকসই এবং দৃঢ় প্রতিক্রিয়ার জন্য ইউরোপ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রচুর প্রশংসা করা হয়েছে, বেশিরভাগ অভিনন্দন আলোচনা রাশিয়ার ক্ষতিকে কেন্দ্র করে। কিয়েভের পশ্চিমা মিত্ররা ইউক্রেনের সামরিক বাহিনীকে জ্যাভলিন এবং স্টিংগার ক্ষেপণাস্ত্র, রকেট আর্টিলারি এবং সম্প্রতি আধুনিক ট্যাঙ্ক সরবরাহ করেছে। তবুও, ২০২২ সাল পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়াকে প্রতিহত করার জন্য খুব কম প্রচেষ্টা করেছিল, যদিও যথেষ্ট প্রমাণ ছিল যে তারা আক্রমণ করতে চেয়েছিল।

অ্যাডলফ হিটলারের ইচ্ছাশক্তি, বিশাল সামরিক শক্তি দ্বারা সমর্থিত, ব্রিটেনের নেভিল চেম্বারলাইন এবং অন্যান্য ইউরোপীয় নেতাদের তার প্রাথমিক দাবির কাছে মাথা নত করতে বাধ্য করেছিল এই আশায় যে, এটি তার বৃহত্তর উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণ করবে। ২০০০ সালে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট হিসেবে ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে চার জন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের প্রতি অদ্ভুত ভয় ও আকর্ষণ প্রকাশ করেছেন। পুতিনের আগ্রাসী উদ্যোগের প্রতি পশ্চিমা নীতির প্রতিক্রিয়ার কার্যকারিতা এই স্থিরকরণ গুরুতরভাবে হ্রাস করেছে।

নেটিজেনরা মনে করেন, পরিস্থিতি এখন অনেকটাই বদলে গেছে এবং এক সময়ে ইসরায়েলের সাথে বৈরি সম্পর্ক ছিলো এমন কয়েকটি মুসলিম দেশ

এখন ইসরায়েলের সাথে স্বাভাবিক সম্পর্ক তৈরি করেছে। আবার অসলো শান্তি আলোচনায় মধ্যস্থতাকারী আমেরিকা সবসময় দ্বি-রাষ্ট্র তত্ত্বের কথা বললেও সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইসরায়েলে যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাস তেল আবিব থেকে জেরুসালেমে সরিয়ে আনার পর ওই তত্ত্বের অপমৃত্যুই হয়েছে বলে মনে করেন অনেকে। যুক্তরাষ্ট্রের এই সিদ্ধান্ত ফিলিস্তিনিদের মারাত্মকভাবে ক্ষুব্ধ করেছিলো। যুক্তরাষ্ট্র সেদিন জেরুসালেমে তাদের দূতাবাস উদ্বোধন করছিল সেদিন গাজা পরিণত হয়েছিল এক রক্তাক্ত প্রান্তরে। সেদিন গাজায় নিহত হয় ৫৮ জন, আর আহত হয় আরও প্রায় তিন হাজার।
তিনদিন আগে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ইজারায়েল আর ইউক্রেন নিয়ে মার্কিন নাগরিকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়েছে। তার আগে তিনি ইজরায়েল সফর করে এসেছেন। সেখানে তিনি উল্লেখ করেন, হামাস এবং পুতিন মার্কিনীদের জন্য হুমকি। তারা উভয়েই প্রতিবেশী গণতন্ত্রকে পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন করতে চায়। হামাসের বিদ্যমান উদ্দেশ্য হচ্ছে ইজরাইল রাষ্ট্রের ধ্বংস এবং ইহুদিদের হত্যা করা। হামাস ফিলিস্তিনি জনগণের প্রতিনিধিত্ব করে না। হামাস ফিলিস্তিনি বেসামরিক নাগরিকদের মানব ঢাল হিসাবে ব্যবহার করে এবং নিরীহ ফিলিস্তিনি পরিবারগুলি তাদের কারণে ব্যাপকভাবে ভুগছে।

বাইডেন গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার বৃহত্তর সংগ্রামের অংশ হিসেবে ইসরায়েল ও ইউক্রেনের সংঘাতকে এক করে দেখছেন।
বাইডেন বলেন, এই বৈশ্বিক সংকটে মার্কিন নেতৃত্ব যুক্তরাষ্ট্রকে নিরাপদ করে তুলবে। ইউক্রেন ও ইসরায়েলের জন্য ‘নজিরবিহীন’ সহায়তা প্যাকেজ পাস করার জন্য কংগ্রেসের প্রতি আহ্বান জানিয়ে তিনি আমেরিকানদের বলেন, এই নিরাপত্তার মূল্য দিতে হবে। তবে তিনি আমেরিকানদের আরও বলেছিলেন যে, এই যুদ্ধগুলো থেকে দূরে সরে যাওয়ার ব্যয় অনেক বেশি হবে।

তিনদিন আগে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে যুক্তরাষ্ট্রের ভেটো রাশিয়া, চীন এবং কিছু উন্নয়নশীল দেশ কর্তৃক পশ্চিমাদের দীর্ঘদিনের সমালোচনাকে শক্তিশালী করেছে এবং মানবাধিকার ও মানবিক আইনের সাথে সম্পর্কিত ইস্যুগুলোর জন্য ওয়াশিংটনের তাৎক্ষণিক সমর্থন অর্জনের ক্ষমতাকে আবারও বাধাগ্রস্ত করতে পারে বলে মনে করেন অনেকেই। ২০১৭ ও ২০১৮ সালে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের অধীনে যুক্তরাষ্ট্র তার মিত্র ইজরাইলকে রক্ষার জন্য দুটি ভেটো দিয়েছিল, যা জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিলের সংস্কারের মার্কিন অভিযানকে জটিল করে তুলেছিল। সমর্থনের অভাবে

ওয়াশিংটন শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দেয়।
কিন্তু ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে ইউক্রেন আক্রমণের কারণে জাতিসংঘের ১৯৩ সদস্যের সাধারণ পরিষদে সফলভাবে এবং বারবার রাশিয়াকে বিচ্ছিন্ন করার পরে, ওয়াশিংটনকে ভবিষ্যতে কোনও পদক্ষেপের জন্য সমর্থন তৈরির জন্য তদবির করতে আরও কঠোর পরিশ্রম করতে হতে পারে।

জাতিসংঘের হিউম্যান রাইটস ওয়াচের পরিচালক লুই চারবোনেউ বলেছেন, ‘যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য পশ্চিমা সরকার যদি বাকি বিশ্বকে বোঝাতে চায় যে তারা মানবাধিকার ও যুদ্ধআইন, ইউক্রেনে রুশ নৃশংসতা এবং ইসরায়েলে হামাসের নৃশংসতার ক্ষেত্রে যথাযথভাবে প্রযোজ্য নীতিগুলো নিয়ে সিরিয়াস, তাহলে গাজায় বেসামরিক জীবনের প্রতি ইসরায়েলের নৃশংস অবহেলার ক্ষেত্রেও তাদের প্রয়োগ করতে হবে।

অন্যদিকে আফ্রিকা, এশিয়া, ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যের জ্যেষ্ঠ কূটনীতিকরা যুক্তরাষ্ট্রের ভেটো দেয়ার পর রয়টার্সের পক্ষ থেকে যোগাযোগ করা হলে তারা সবাই কূটনৈতিক সম্পর্ক রক্ষার জন্য নাম প্রকাশ না করার শর্তে এ বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

ভেটো দিয়ে তারা বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়েছে। ইউক্রেনের জন্য যা যথেষ্ট তা ফিলিস্তিনের জন্য যথেষ্ট নয়। এক আফ্রিকান কূটনীতিক বলেন, “ভেটো আমাদের বলেছে যে ফিলিস্তিনিদের চেয়ে ইউক্রেনের জীবন বেশি মূল্যবান।

একজন জ্যেষ্ঠ আরব কূটনীতিক বলেছেন, বৈশ্বিক পরাশক্তিগুলো আন্তর্জাতিক আইনকে ‘বেছে বেছে প্রয়োগ’ করছে বলে মনে হচ্ছে।

কূটনীতিকরা বলেন, আমরা ইউক্রেনকে রক্ষা করার জন্য জাতিসংঘ সনদের নীতিগুলি আহ্বান করতে এবং ফিলিস্তিনের জন্য এটি উপেক্ষা করতে পারি না। এই দ্বৈত মানদণ্ড কেবল অন্যায়ই নয়, বিশ্বকে আরও বিপজ্জনক জায়গায় পরিণত করেছে।

লেখক-সাংবাদিক

ব্রাসেলস সম্মেলন: টেকসই উন্নয়নের পথে বাংলাদেশ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৫ তারিখ থেকে শুরু হতে যাওয়া গ্লোবাল গেটওয়ে ফোরামের প্রথম বৈঠকে অংশ নিতে বেলজিয়াম রওনা হয়েছেন। এরইমধ্যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, বাংলাদেশ এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন (ইইউ) একটি কৌশলগত ও রাজনৈতিক অংশীদারিত্বের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। গ্লোবাল গেটওয়ে ফোরামের প্রথম বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যোগদান সেই লক্ষ্যে একটি সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ। এবারই এই ফোরাম প্রথমবারের মতো গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বিষয়ে আলোচনা করতে বসছে। ফোরামের প্রথম বৈঠকের প্রতিপাদ্য উল্লেখ করা হয়েছে ‘টেকসই উন্নয়নের মাধ্যমে একসঙ্গে শক্তিশালী হওয়া’।

উল্লেখ্য, চীনের ‘রোড এন্ড বেল্ট ইনিশিয়েটিভ’ এর প্রতিক্রিয়া হিসাবে ২০২১ সালে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন গ্লোবাল গেটওয়ে চালু করে। এর লক্ষ্য ল্যাটিন আমেরিকা, আফ্রিকা এবং এশিয়ার উন্নয়নশীল দেশগুলোতে অবকাঠামো নির্মাণের জন্য তহবিল সংগ্রহ করা।

দুইদিনের এই অনুষ্ঠানে সেনেগাল, নামিবিয়া ও মলদোভাসহ মোট বিশটি রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানগণ আমন্ত্রিত হয়েছেন। শেখ হাসিনা তাঁদের মধ্যে একজন। বৈঠকে ইইউ এবং জোটের অংশীদার আমন্ত্রিত কয়েকটি দেশের সরকার প্রতিনিধিদের সাথে ইউরোপীয় বিনিয়োগ ব্যাংক (ইআইবি), সংস্কার এবং উন্নয়নবিষয়ক ইউরোপীয় ব্যাংক (ইবিআরডি), বেসরকারি খাত, নাগরিক সমাজ, নেতৃস্থানীয় চিন্তাবিদ এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধিদেরকে একত্রিত করবে।

গ্লোবাল গেটওয়ের অধীনে অবকাঠামো এবং সংযোগ, অভিবাসন, সবুজ জ্বালানি, জলবায়ু পরিবর্তন, সুনীল অর্থনীতি (ব্লু ইকোনমি), সমুদ্র সম্পর্কিত সহযোগিতা, নিরাপত্তা, পারস্পরিক স্বার্থের আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক কৌশলগত বিষয় নিয়ে অংশীদারেরা কাজ করবে। ইতিপূর্বে বড় বড় বৈশ্বিক দাতা সংস্থা বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণে অর্থ দিয়েছে, কিন্তু সেগুলো সবসময় টেকসই বা ফলপ্রসূ হয়ে উঠতে পারেনি।

বাংলাদেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কোনদিকগুলো বলতে গিয়ে পররাষ্ট্র

মন্ত্রনালয় সূত্র বলছে, বাংলাদেশে পরিবেশবান্ধব জ্বালানি উৎপাদনে সহযোগিতায় জোর দিচ্ছে ইইউ। এরই অংশ হিসেবে ইউরোপীয় বিনিয়োগ ব্যাংক থেকে সৌরবিদ্যুৎ এবং বায়ুবিদ্যুতে বাংলাদেশকে ৩৫ কোটি ইউরো ঋণ এবং সাড়ে ৪ কোটি ইউরো মঞ্জুরি হিসেবে দেওয়ার বিষয়টি চূড়ান্ত হয়েছে। গ্লোবাল গেটওয়ে ফোরামে এ বিষয়ে চুক্তি সই হবে। ব্রাসেলসে বাংলাদেশ দূতাবাসের একজন কর্মকর্তা বলেন, বাংলাদেশকে দেয়া ইউরোপিয়ান ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকের এটিই প্রথম ঋণ। ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এখন বাংলাদেশে আসতে আগ্রহী, একইভাবে আমরাও আগ্রহী। ভালো প্রকল্পের নকশা করতে পারলে আমরা অনেক তহবিল পাবো।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ফোরামের উদ্বোধনী অধিবেশন বক্তৃতা করতে পারেন। কূটনৈতিক সূত্রে জানা গেছে, দুই দিনের এ আলোচনায় গ্লোবাল গেটওয়ের আওতায় ৮৯ প্রকল্পের বাস্তবায়ন নিয়ে ঘোষণা দেওয়া হবে। এই সফরকালে ৩ বিষয়ের উপর অগ্রাধিকার দিবে বাংলাদেশ- ৩৫ কোটি ইউরো ঋণ ও সাড়ে ৪ কোটি মঞ্জুরি পাওয়ার চুক্তি সই; ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের (ইইউ) সঙ্গে সম্পর্কের ভবিষ্যৎ রূপরেখা নিয়ে আলোচনা। সম্পর্কের পরের ধাপে পারস্পরিক অংশীদারত্বকে উন্নয়ন সহযোগিতা থেকে কৌশলগত সহযোগিতায় উত্তরণ নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে আলোচনা হওয়ার কথা রয়েছে।

কূটনৈতিক পর্যবেক্ষকেদের মতে, গ্লোবাল গেটওয়ে ফোরামের ফাঁকে বাংলাদেশের নির্বাচনসহ সুশাসন ও মানবাধিকারের বিষয়ে সরকারের অবস্থান ইউরোপীয় নেতাদের কাছে তুলে ধরার জন্য প্রধানমন্ত্রীর ব্রাসেলস সফর তাৎপর্যপূর্ণ। এ ছাড়া ইউরোপের বাজারে অগ্রাধিকার বাজারসুবিধা (জিএসপি) ২০২৬ সাল পর্যন্ত পাবে বাংলাদেশের পণ্য।

পশ্চিমা গণমাধ্যম বাকস্বাধীনতার নামে ইসরায়েলের

পক্ষপাত করছে

বিস্মিত হতে হয় পশ্চিমা গণমাধ্যমে ইসরাইলের পক্ষে প্রচারণা দেখে। চলমান ফিলিস্তিন–ইসরায়েল সংঘাত নিয়ে পশ্চিমা গণমাধ্যমের একতরফা প্রতিবেদনে হতবাক ও ক্ষুব্ধ যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষাবিদেরাও। তাদের ক্ষোভের কারণ, গণমাধ্যমগুলো কেবল ইসরায়েলের বয়ান তুলে ধরছে। সেইসব প্রতিবেদনে ফিলিস্তিনের কথা নেই। এসব নিয়ে প্রায় ৩১৩ শিক্ষাবিদ পশ্চিমা গণমাধ্যমের উদ্দেশে একটি খোলাচিঠিও লিখেছেন।

কারা এই শিক্ষক? তারা কিন্তু ফিলিস্তিনি জনগণের পাশে নেই। এই দেশগুলো ফিলিস্তিনিদের ওপর হওয়া এই জঘন্য অপরাধের বিরুদ্ধে মুখ খুলছে না। সম্প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করে যারা বিবৃতি দিয়েছেন তারা যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করছেন। এবং তাঁদের বেশির ভাগই ফিলিস্তিন ও ইসরায়েলি বংশোদ্ভূত। এই চিঠির অন্যতম স্বাক্ষরকারী ইউনিভার্সিটি অব সাউদার্ন ক্যালিফোর্নিয়ার অধ্যাপক ইভলিন আলসুলতানি ১৭ অক্টোবর তাঁর এক্স হ্যান্ডলে (সাবেক টুইটার) চিঠিটি শেয়ার করেছেন।

যেসব দেশ গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে পরিচিত ও যারা মানবাধিকার সমুন্নত রাখার জন্য বিশ্বের অন্যান্য দেশকে বুদ্ধি-পরামর্শ দেয় তাদের গণমাধ্যম একটি যুদ্ধের প্রকৃত চিত্র তুলে ধরতে পারছে না। পশ্চিমের মেইনস্ট্রিম মিডিয়া দেখলে ইসরাইলের অত্যাচারের কোন চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায় না বলেই গণমাধ্যম বিশ্লেষকরা বলছেন- এই যদি হয় পরিস্থিতি, তবে তারা তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোকে কোন মানবাধিকার ও বাকস্বাধীনতার কথা শেখায়।

পশ্চিমা গণমাধ্যমের দৃষ্টিভঙ্গি ও নিশ্চুপতার প্রতি প্রশ্ন তুলে তারা বলেন, আপনাদের সন্দেহ করার মতো সেই দৃষ্টিভঙ্গি আজ কোথায়। কেনো আমরা গাজায় যুদ্ধাপরাধকে ন্যায্যতা দেওয়ার জন্য ইসরায়েলি কর্মকর্তাদের প্রচারিত বানোয়াট ও ভিত্তিহীন দাবিকে প্রশ্নের মুখে ফেলছি না? যুদ্ধে সাংবাদিক মৃত্যুর কথা উল্লেখ করে যুদ্ধ বন্ধের জন্য আহ্বান জানিয়ে বলা হয়েছে, এ মুহূর্তে সবচেয়ে জরুরি কাজ হচ্ছে, যুদ্ধের ডামাডোল আরও বাড়িয়ে না তুলে শিগগিরই এসব বন্ধ করা। কারণ, এভাবে চলতে থাকলে সব পক্ষের জন্য গণবিধ্বংসী যুদ্ধ ডেকে আনতে পারে। ৭ অক্টোবর থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত আপনাদের ১১ ফিলিস্তিনি সাংবাদিক সহকর্মীকে ইসরায়েলিরা হত্যা করেছে।

কোন ইস্যুকে ধরে পশ্চিমা গণমাধ্যমগুলোর পক্ষপাতিত্ব ও অর্থের বিনিময়ে এজেন্ডা বাস্তবায়নের নজির বহু পুরনো। এই চিঠি প্রমাণ করে যে, পশ্চিমা গণমাধ্যমের আচরণে পশ্চিমা জনগণই ক্ষুব্ধ ও মর্মাহত।

যে পশ্চিম সবসময় মানবাধিকার ও বাক স্বাধীনতার কথা বলে তাদের গণমাধ্যমে একপাক্ষিক উপস্থাপনা বিষয়ে জানতে চাইলে সিনিয়র সাংবাদিক মঞ্জুরুল আহসান বুলবুল বলেন, মিডিয়ার নিয়ন্ত্রণ যার হাতে তার পলিসিই সেই মিডিয়ার পলিসি। কোনো দেশের ছোট পরিসরে গণমাধ্যম কোন দলের নিয়ন্ত্রণে সেই আলাপ হয়, বৈশ্বিকভাবে বড় পরিসরে সেটা কেউ ইসরাইল কেউ হামাস এর পক্ষে কথা বলছে, এভাবেই দেখতে হবে। আমি মনে করি মাঠের প্রতিবেদক সবসময় সঠিক তথ্যটা দেন। কিন্তু সেটা নিয়ন্ত্রণ করে তার নিউজরুম ও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে গণমাধ্যমের মালিকানা যার তিনি। বিবিসি যখন এধরনের পরিস্থিতি নিয়ে সংবাদ উপস্থাপন করবে তখন তার সরকারের বাইরে গিয়ে অবস্থান নিতে পারবে না, সিএনএন এর ওপর সরকারের মালিকানা না থাকলেও যে বড় ব্যবসায়ীরা এটার অর্থায়নে আছে তারা সরকারের অবস্থানের বাইরে যাবে না। ফলে কোথাও না কোথাও মিডিয়া শৃঙ্খলিত।

প্রধানমন্ত্রীর ব্রাসেলস সফরে গুরুত্ত্ব পাবে একাধিক বিষয়

আগামীকাল মঙ্গলবার ব্রাসেলস যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ইউরোপিয়ান কমিশনের প্রেসিডেন্ট ওরসুলা ভন ডার লিয়েনের আমন্ত্রণে গ্লোবাল গেটওয়ে ফোরামের প্রথম সম্মেলনে অংশ নিতে তিন দিনের সফরে বেলজিয়াম যাচ্ছেন তিনি।

দেশে সাধারণ নির্বাচনের আগ মুহুর্তে প্রধানমন্ত্রীর এই সফর খুবই গুরুত্বপূর্ণ হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো বলছে, সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের রাজনতিক, অর্থনৈতিক ও মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে দেশ বিরোধী বিভিন্ন মহল ও গোষ্ঠি থেকে ইউরোপীয় ইউনিয়নকে (ইইউ) যে ভুল বার্তা দেওয়া হয়েছে, যার

প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সম্পর্কে ইইউ’র মধ্যে একটা নেতিবাচক ধারণা তৈরি হয়েছে, প্রধানমন্ত্রীর সফরের মধ্য দিয়ে তার পরিবর্তন ঘটবে। ইইউ’র সঙ্গে বাংলাদেশের যে পাঁচ দশকের সম্পর্ক, সেটিকে তুলে ধরে দেশের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে তার অবস্থান তুলে ধরতে পারেন। যার মধ্য দিয়ে বাস্তব ও প্রকৃত চিত্র পাবেন ইইউ নেতারা। প্রধানমন্ত্রীর এই সফরের মধ্য দিয়ে ইইউ’র সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক আরো গভীর ও সংহত হবে এবং দেশের ভাবমূর্তি উজ্বল হবে বলে আশা করছেন করছেন সংশ্লিষ্টরা।

সফরকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বেলজিয়ামের প্রধানমন্ত্রী আলেক্সান্দার দে ক্রো এবং লুক্সেমবার্গের প্রধানমন্ত্রী জেভিয়ার বেটেলের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করবেন।

রবিবার (২২ অক্টোবর) প্রধানমন্ত্রীর বেলজিয়াম সফর নিয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন বলেন, বিশ্বব্যাপী স্মার্ট, পরিবেশবান্ধব এবং নিরাপদ ডিজিটাল প্রযুক্তি, জ্বালানি, পরিবহন খাতে অবকাঠামো নির্মাণ এবং স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও গবেষণা ব্যবস্থা শক্তিশালী করার লক্ষ্যে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ২০২১ সালের ডিসেম্বর মাসে গে¬◌াবাল গেটওয়ে উদ্যোগের ঘোষণা দেয়। এ উদ্যোগের আওতায় ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, সদস্য রাষ্ট্র ও অন্য অংশীদাররা অগ্রাধিকার খাতগুলোতে ২০২১-২০২৭ সালের মধ্যে মোট ৩০০ বিলিয়ন ইউরো বিনিয়োগ করার ঘোষণা দিয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর এই সফরকালে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ ও ইউরোপিয়ান ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকের মধ্যে বাংলাদেশের নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতে ৩৫০ মিলিয়ন ইউরোর একটি ঋণ সহায়তা চুক্তি সই হবে। এছাড়া, বাংলাদেশের নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতে অনুদান হিসেবে প্রদানের জন্য ইউরোপিয়ান কমিশন এবং ইউরোপিয়ান ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকের মধ্যে ৪৫ মিলিয়ন ইউরোর একটি চুক্তি এবং বাংলাদেশ সরকার এবং ইউরোপিয়ান কমিশনের মধ্যে ১২ মিলিয়ন ইউরোর একটি অনুদান চুক্তি সই হবে।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী আরও জানিয়েছেন, ইউরোপিয়ান ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক ইতোমধ্যে বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তন ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতে বিনিয়োগের আগ্রহ ব্যক্ত করেছে। এ চুক্তিটি বাংলাদেশে ব্যাংকটির অধিকতর বিনিয়োগের পথ প্রসারিত করবে বলে আশা করা যায়। এ সফরের সময় বাংলাদেশ সরকার এবং ইউরোপিয়ান কমিশনের মধ্যে বাংলাদেশের সামাজিক খাতে ৭০ মিলিয়ন ইউরোর পাঁচটি আলাদা অনুদান

চুক্তি সই হবে।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রীর ইউরোপিয়ান কমিশনের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে বৈঠকে বাংলাদেশ এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন তাদের ৫০ বছরের অংশীদারিত্ব নতুন উচ্চতায় উন্নীত করার ঘোষণা দেবেন বলে আশা করা যায়। ইইউ–ঢাকা সম্পর্ককে আরো সংহত করার বিষযটি বিশেষ গুরুত্ব পাবে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ব্রাসেলসে ২৫ ও ২৬ অক্টোবর অনুষ্ঠেয় গে¬◌াবাল গেটওয়ে ফোরামের প্রথম বৈঠকের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখবেন।

উদ্বোধনী অধিবেশনের আলোচনায় পরিবেশবান্ধব জ্বালানিতে উত্তরণ, শিক্ষা ও গবেষণা, গুরুত্বপূর্ণ কাঁচামাল, যোগাযোগের করিডরের মতো বিষয়গুলো গুরুত্ব পাবে। ২৬ অক্টোবর শেষ দিনের আলোচনায় স্বাস্থ্য পণ্য উৎপাদন এবং ডিজিটাল অবকাঠামো উন্নয়নের বিষয়ে আলোচনা হবে।

এই সফরে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে যাচ্ছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী, তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা, পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ প্রতিমন্ত্রীসহ সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।

প্রবাসী আয়ে ৫ শতাংশ প্রণোদনা, দুই দিনে রেমিট্যান্স ছাড়ের নির্দেশ

বৈধ চ্যানেলে রেমিট্যান্স বাড়াতে সরকার আগেই ২ দশমিক ৫ শতাংশ প্রণোদনা দিতো। এখন থেকে এর সঙ্গে যুক্ত হবে আরও ২ দশমিক ৫ শতাংশ। অর্থাৎ প্রবাসীরা এখন থেকে দেশে টাকা পাঠালে ৫ শতাংশ প্রণোদনা পাবেন। নতুন এই অতিরিক্ত ২ দশমিক ৫ শতাংশ দিবে ব্যাংকগুলো। অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংকার্স বাংলাদেশ (এবিবি) ও

বাংলাদেশ ফরেন এক্সচেঞ্জ অথরাইজড ডিলারস অ্যাসোসিয়েশন (বাফেদা) গত শুক্রবার রাতে এক ভার্চুয়াল আলোচনায় এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আজ রবিবার (২২ অক্টোবর) থেকে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে বলে জানিয়েছেন বাফেদা চেয়ারম্যান এবং সোনালী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও আফজাল করিম। সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন, এতে ডলার প্রবাহ বাড়বে এবং ডলার সংকট কাটাতে উল্লেখযোগ্য ভুমিকা রাখবে। এছাড়া দুই দিনের মধ্যে রেমিট্যান্স ছাড় দিতে ব্যাংকগুলোকে নির্দেশ দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক।

২০১৯–২০ অর্থবছরে প্রথমবারের মতো রেমিট্যান্সে ২ শতাংশ হারে প্রণোদনা ঘোষণা করে আওয়ামীলীগ সরকার। এ সিদ্ধান্তের কারণে ব্যাংকিং চ্যানেলে প্রবাসী আয় পাঠানোর পরিমাণ বেড়ে ২০১৯–২০ অর্থবছরে ১৮ দশমিক ২০ বিলিয়ন বা ১ হাজার ৮২০ কোটি ডলারে দাঁড়ায়, যা আগের অর্থবছরের তুলনায় প্রায় ১৩ শতাংশ বেশি। একইভাবে ২০২০–২১ অর্থবছরে রেমিট্যান্স এসেছে ২৪ দশমিক ৮০ বিলিয়ন ডলার, যা ২০১৯–২০ অর্থবছরের তুলনায় প্রায় ৩৬ শতাংশ বেশি।

ব্যাংক কর্মকর্তারা জানান, বেশি দামে প্রবাসী আয় কিনতে হচ্ছে রেমিট্যান্স হাউজগুলো থেকে। আবার নির্ধারিত দামে ডলারও মিলছে না। তাই ডলার সংকট কাটাতে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

সংশ্লিষ্টরা জানান, প্রবাসী আয়ে ব্যাংকে ১ মার্কিন ডলারের বিপরীতে পাওয়া যায় ১১০ টাকা ৫০ পয়সা। তার উপর সরকার আড়াই শতাংশ প্রণোদনা দিত। এতে এক ডলারে পাওয়া যেত ১১৩ টাকা ২৬ পয়সার কিছু বেশি। নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, এখন ব্যাংকগুলো দেবে আরও ২ দশমিক ৫ শতাংশ প্রণোদনা। ফলে এখন থেকে প্রবাসীরা এক ডলারে পাবেন ১১৬ টাকার কিছু বেশি। ব্যাংক নিজস্ব আয় থেকে প্রবাসীদের ২ দশমিক ৫ শতাংশ প্রণোদনা দেবে। এটি আমদানিকারকদের থেকে নেওয়া হবে না।

অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংকার্স বাংলাদেশের (এবিবি) চেয়ারম্যান ও ব্র্যাক ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সেলিম আর এফ হোসাইন বলেন, যাঁরা অবৈধ পয়সা দিয়ে ডলারের ব্যবসা করেন, তাঁদের নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। কারণ, ১৩০ টাকা ডলার রেট অফার করা হলে তাঁরা ১৪০ টাকায় কিনবে। এ জন্য হুন্ডির সঙ্গে ডলারের ফরমাল রেট মেলানোর কোনো যৌক্তিকতা নেই। তবে আশা করা যাচ্ছে, প্রণোদনা বাড়ার ফলে বৈধ পথে রেমিট্যান্স আসা বাড়বে। ডলার সংকট কাটাতে এই উদ্যোগ সুফল বয়ে আনবে।

এদিকে বিদেশ থেকে রেমিট্যান্স পাঠানোর দুই দিনের মধ্যে তা প্রাপকের হাতে পৌঁছে দিতে ব্যাংকগুলোকে নির্দেশ দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। ২০১৪ সালে কেন্দ্রীয় ব্যাংক এ সংক্রান্ত বিধিমালা প্রণয়ন করে বলেছিল, ব্যাংকের মাধ্যমে রেমিট্যান্স পাঠানোকে উৎসাহিত করতে দুই দিনের মধ্যে রেমিট্যান্স ছেড়ে দিতে হবে। বাংলাদেশ ব্যাংক নোটিশে বলেছে, ‘সম্প্রতি লক্ষ্য করা গেছে যে এই নিয়ম মানা হচ্ছে না।’

৪ বছর জেল খেটেও দেশে ফেরা হলোনা দীপকের

অবৈধভাবে বাংলাদেশে প্রবেশ করায় দীর্ঘ ৪ বছর জেল খেটে আপন ঠিকানায় ফিরতে পারলো না ভারতীয় নাগরিক দীপক কুমার ঠাকুর।বিএসএফ আইনের জটিলতা দেখিয়ে দীপকে দেশে ফিরিয়ে নিতে অপারগতা প্রকাশ করায় তাকে বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনা হয়।

বিজিবি সুত্রে জানাগেছে বিহার রাজ্যের সমস্তিপুর জেলার ওয়ারিশ নগর থানার মনিহার গ্রামের শ্রী রাম নরেশ ঠাকুরের ছেলে দীপক কুমার ঠাকুর (৩৫)নামের ২০১৯ সালের অবৈধভাবে বাংলাদেশে আসায় পিরোজপুর থেকে তাকে গ্রেফতার করে পুলিশ। অনুপ্রবেশর দায়ে ৪ বছর জেল হয় দীপকের।

গতকাল বৃহস্পতিবার ১২ টার দিকে দর্শনা জয়নগর চেকপোষ্ট দিয়ে দীপককে পাঠানোর জন্য বিএসএফকে পত্র দেয় বিজিবি।পতাকা বৈঠক বসে জয়নগর চেকপোষ্ট শুন্য রেখায়। এ সময় বিএসএফের পক্ষ থেকে জানানো হয় দীপকের কোন অভিভাবক না আসায় তাকে ফেরত নেওয়া সম্বব হচ্ছে না।পরবর্তীতে দীপকের অভিভাবকের সন্ধান পাওয়া গেলে তাকে ফেরত নেওয়া হবে।দীর্ঘ ৪ বছর জেল খেটে আপন ঠিকানায় পিরতে না পেরে আবারো দীপককে ফিরে আসতে হলো বাংলাদেশের কারাগারে।বিজিবি দীপককে পুলিশের হাতে তুলে দেয়।পুলিশ তাকে চুয়াডাঙ্গা জেলা কারাগারে পাঠায়।

এ সময় বিজিবির পক্ষে উপস্থিত ছিলেন দর্শনা চেকপোষ্ট আই সিপির

ইনচার্জ আব্দুল জলিল,দর্শনা থানার এস আই সোহেল রানা,দর্শনা ইমিগ্রেশনের এস আই মোর্শদ,এস আই আবু হানিফ,এ এস আই আব্দুল মমিন,বি এসএফের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন,গেদে বিএসএফের কোম্পানী কমান্ডার বিধাস চন্দ্র।

যাদের নামে ভিসানীতির অপপ্রচার, তারাই যুক্তরাষ্ট্রে

বাংলাদেশে সুষ্ঠু নির্বাচনের স্বার্থে নতুন ভিসানীতি ঘোষণা করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। কাদের ওপর ভিসানীতি আরোপ করা হয়েছে সেই নামগুলো দেশটির পক্ষ থেকে প্রকাশ না করা হলেও সামাজিক মাধ্যমে ঘুরপাক খায় বিভিন্ন ব্যক্তির নাম সম্বলিত তালিকা। অথচ তাদের অনেকেই অবস্থান করছেন যুক্তরাষ্ট্রে কিংবা জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে যোগদান করেছিলেন। গুজব রটানো হয়েছিল বিমান বাহিনী প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল শেখ আব্দুল হান্নানের যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা প্রত্যাখিত হয়েছে। কিন্তু দেখা গেল – গত শনিবার (১৪ অক্টোবর) তিনি স্ত্রীসহ সরকারি সফরে যুক্তরাষ্ট্র গেছেন।

সামাজিক মাধ্যমে ঘুরে দেখা যায়, ভিসা নীতিকে কেন্দ্র করে নানা অপপ্রচার চালাচ্ছে একটি গোষ্ঠী। এর মধ্যে বিএনপি এবং তাদের অঙ্গসংগঠনের নামে চালু থাকা পেজ এবং বিভিন্ন গ্রুপ থেকে এসব গুজব পোস্ট করা হচ্ছে। সেখান থেকে কপি করে সেগুলো ফেসবুকে ছড়িয়ে দিচ্ছে তাদের অনুসারীরা। দেশে এবং বিদেশে অবস্থানরত বিভিন্ন ফেসবুক পেজ এবং আইডি থেকে ছড়ানো হচ্ছে অপপ্রচার।

ভিসা নীতি ঘোষণার পর অপপ্রচারকারিদের তৈরি তালিকায় নাম আসে সাবেক ও বর্তমানসহ কয়েকজন প্রধান বিচারপতির, বিচারপতির, সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার সহ বেশ কয়েক জন কমিশনার, ব্যবসায়ী মন্ত্রী ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের নাম। তবে দেখা গেছে, তাদের অনেকেই যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করছেন কিংবা যুক্তরাষ্ট্র গিয়ে এসেছেন।

অপপ্রচার থেকে মুক্তি পায়নি খোদ বিমান বাহিনী প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল শেখ আব্দুল হান্নানের ছেলে শেখ লাবিব হান্নান। তাকে নিয়ে গত ২৭ সেপ্টেম্বর একটি অজ্ঞাত ওয়েব সাইটে নিবন্ধ লেখা হয় ভারতীয় সাংবাদিক চন্দন নন্দির নামে। সেখানে অজ্ঞাত সুত্রের বরাত দিয়ে উল্লেখ করা হয়- ‘যুক্তরাষ্ট্রে পড়ুয়া লাবিব হান্নানকে দেশে ফেরত পাঠানো হয়েছে। হেডলাইনে বড় করে বলা হয়- ‘মার্কিন ভিসা নীতির প্রয়োগ শুরু, বিমানবাহিনী প্রধানের ছেলে দেশে ফেরত’। অথচ লাবিব হান্নান লেখাপড়া করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইবিএ-তে। তিনি বর্তমানে একটি বহুজাতিক তামাক প্রস্তুতকারী কোম্পানিতে কর্মরত আছেন। চন্দন নন্দির নামে ছাপানো ওই লেখার প্রতিবাদ শুরু হলে প্রকাশের কয়েকঘন্তা পর তা সরিয়ে ফেলা হয়। তবে সেটির স্ক্রিনশট নিয়েও অপপ্রচার চালান কয়েকদিন ধরে।

এরপর একই লেখক আরেকটি লেখার সূত্র ধরে চালান হয় আরেকটি অপপ্রচার। চন্দন নন্দির নামে আরেকটি লেখা একই ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়। সেখানে তিনি উল্লেখ করেন – যুক্তরাষ্ট্র – কানাডা সম্প্রতি বিমান বাহিনী প্রধানের ভিসা প্রত্যাখ্যান করেছে। দেশের জন্য হেলিকপ্টার কেনার উদ্দেশ্যে সশরীরে পর্যবেক্ষণ করতে ভিসার আবেদন করেছিলেন তিনি।

অপপ্রচারকারিরা এর সঙ্গে যুক্ত করেছে – বিমান বাহিনী প্রধান চিঠি দিয়ে ভিসা প্রত্যাখ্যাত হওয়ার কারণ জানতে চেয়েছিলেন। যদিও এমন কিছুই ঘটেনি। বিএনপি’র বিভিন্ন নেতা এবং নেত্রী এই গুজব নিয়েও অপপ্রচার চালিয়েছেন সামাজিক মাধ্যম এবং ইউটিউবে। গত শনিবার বিমানবাহিনী প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল শেখ আব্দুল হান্নান সরকারি সফরে যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগ করেছেন। এক সফরসঙ্গী ও স্ত্রীসহ যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করেন তিনি। সফরের অংশ হিসেবে বিমান বাহিনীর দুটি সি-১৩০ পরিবহন বিমানের নিরীক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের (পিডিএম এবং ‘সি চেক’) কার্যক্রম পরিদর্শন করবেন বিমানবাহিনী প্রধান। সরকারি সফর শেষে ২১ অক্টোবর বাংলাদেশে ফিরবেন তিনি।

দেশের গুরুত্বপূর্ণ পদে থাকা একজন ব্যক্তিকে নিয়ে এমন কুৎসা রটনার প্রেক্ষিতে কেউ কেউ ফেসবুকে লিখেছেন- বাংলাদেশ বিরোধী গুজবকারীদের মুখে ছাই দিয়ে বিমান বাহিনী প্রধান এখন নিউইয়র্কে! গত সেপ্টেম্বর মাসে ফেইসবুক, ইউটিউব এবং বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমে দেশবিরোধীচক্র গুজব ছড়িয়েছিল বিমান বাহিনী প্রধানের আমেরিকা ভিসা আবেদন প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। আবার কেউ কেউ লিখেছেন- বিএনপি

জামায়াত পন্থী অনলাইন অ্যাক্টিভিস্টরা অখ্যাত ভারতীয় সাংবাদিক চন্দন নন্দীর রেফারেন্স দিয়ে বিমানবাহিনী প্রধানের মার্কিন ভিসা ব্যানের গল্প প্রচার করছিলো ।

আওয়ামীলীগ সরকার ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযোগের প্রমাণ পায়নি কানাডার আদালত

বাংলাদেশের ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল আওয়ামীলীগ, তার অঙ্গসংগঠন যুবলীগ, র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব) এবং পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে কানাডায় ২০১৯ সালের মার্চে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় চান বুরহান উদ্দিন শিকদার মাসুদ নামে একজন বাংলাদেশি। তবে তার শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় চাওয়ার আবেদন প্রত্যাখ্যান করেছিল কানাডার শরণার্থী সুরক্ষা বিভাগ (আরপিডি)। অভিযোগের বিশ্বাসযোগ্যতা না থাকায় সেটি প্রত্যাখান করা হয়। সেই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল করলেও মাসুদ আদালতকে যথাযথ প্রমাণ দেখাতে ব্যর্থ হওয়ায় কানাডার ফেডারেল আদালত তা খারিজ করে দিয়েছেন। গত ১২ অক্টোবর মামলা খারিজ করে রায় প্রকাশ করে কানাডার ফেডারেল আদালত।

মামলার রায়ে বলা হয়, বুরহান উদ্দিন শিকদার মাসুদের অভিযোগগুলো বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে করেনি আরপিডি। যার প্রেক্ষিতে মাসুদ শরণার্থী আপিল বিভাগে (আরএডি) আবেদন করেন। আপিল করার পরে, তিনি তার পক্ষে নতুন প্রমাণ দাখিল করার চেষ্টা করেছিলেন। আরপিডির তদন্তকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন মাসুদ। আরএডি নতুন প্রমাণ গ্রহণ করেনি কারণ সেগুলো বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয়নি এবং আপিলটি খারিজ করে দেওয়া হয়।

ফেডারেল আদালতের নথিতে বলা হয়, মাসুদ তার আপিল খারিজের বিরুদ্ধে

বিচারবিভাগীয় পর্যালোচনার বিষয়ে বেশ কয়েকটি যুক্তি উপস্থাপন করেছেন। এগুলোকে তিনটি বিভাগে বিভক্ত করা যেতে পার- মূল নথিগুলো দেখার জন্য আরএডির অনুরোধের ন্যায্যতা; নতুন প্রমাণ গ্রহণ না করার এবং মৌখিক শুনানি না করার আরএডির সিদ্ধান্তের চ্যালেঞ্জ এবং আরএডির বিশ্বাসযোগ্যতার তদন্তের চ্যালেঞ্জ।

কানাডার ফেদারেল আদালতের বিচারক সাদ্রেহাশেমী রায়ে বলেন, ‘মাসুদ আমাকে সন্তুষ্ট করেননি যে আরএডির প্রক্রিয়াটি অন্যায্য ছিল বা নতুন প্রমাণ এবং বিশ্বাসযোগ্যতার উপর এর মূল অনুসন্ধানগুলো অযৌক্তিক। প্রাপ্তকারণগুলোর উপর ভিত্তি করে, আমি বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার আবেদনটি খারিজ করে দিচ্ছি।

রায়ে বলা হয়, মাসুদ বাংলাদেশের নাগরিক। তার অভিযোগ, তার বাবা-মা ২০১৬ সালের ডিসেম্বরে তার মায়ের বেসরকারি সংস্থার মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারের বিরুদ্ধে সমাবেশ আয়োজনে জড়িত ছিলেন। ২০১৮ সালের জানুয়ারিতে মাসুদ অভিযোগ করেন যে, আওয়ামী লীগ তার পিতামাতার বিরুদ্ধে বিএনপি সমর্থন এবং সরকার বিরোধী কার্যকলাপে জড়িত থাকার অভিযোগে মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করেছে। মাসুদ বলেন, ২০১৮ সালের জুলাই মাসে তার বাবা আওয়ামী লীগকে দাবি করা টাকা দিতে অস্বীকার করায় তার ওপর হামলা চালানো হয় ‘

এর পরের মাসে মাসুদ স্টুডেন্ট ভিসায় কানাডায় আসেন। কানাডায় আসার পর থেকে তার বাবা-মাকে হুমকি দেওয়া হচ্ছে, তার বাবাকে অপহরণ করা হয়েছে এবং যুবলীগের সদস্যরা তার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করেছে। মাসুদ আরও দাবি করেছেন যে, পুলিশ তার মাকে ডেকে নিয়ে তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল।

মাসুদ ২০১৯ সালের মার্চ মাসে কানাডায় শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় দাবি করেছিলেন। ২০২০ সালের ১৭ ডিসেম্বর ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে তার শরণার্থী দাবির শুনানি হয়। শুনানির পরে, আরপিডি পুলিশ এবং আদালতের নথিগুলোর মূল কপি দেখতে চাওয়া হয়। তবে তদন্তে সেই মূল কপিগুলো কম্পিউটারে এডিট করে বানানো বলে মনে হয়। যার ফলে আরও প্রমাণ এবং এই সংক্রান্ত নথি তার কাছে চাওয়া হয়। মাসুদ আরপিডিকে মূল তথ্য সরবরাহ করেছিলেন এবং এই বিষয়ে আরও প্রমাণ এবং উপস্থাপনা দাখিল করেছিলেন। আরপিডি ২০২১ সালের জুনে তার শরণার্থী আশ্রয় দাবি প্রত্যাখ্যান করে। কারণ তার সরবরাহ করা পুলিশ এবং আদালতের রেকর্ডগুলো জালিয়াতি বলে মনে করে আরপিডি এবং শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, মাসুদের অভিযোগ বিশ্বাসযোগ্য নয়।

এরপর ২০২১ সালের জুন মাসে মাসুদ আরপিডির বাতিল করা আবেদনের বিরুদ্ধে একটি আপিল আরএডি’র কাছে দায়ের করেন। মাসুদের আইনজীবী নতুন প্রমাণ এবং আপিলের উপর আইনী উপস্থাপনের জন্য অতিরিক্ত সময়ের জন্য বেশ কয়েকটি অনুরোধ করেছিলেন। আরএডি এই অনুরোধগুলো মঞ্জুর করেছে। আরপিডির মতো, আরএডি প্রাথমিকভাবে আরপিডিতে জমা দেওয়া কিছু নথির মূল এবং আরএডিতে দায়ের করা নতুন প্রমাণের মূল কাগজ দেখার জন্য অনুরোধ করেছিল। তবে আপিলের সিদ্ধান্ত দেওয়ার আগে মাসুদ কোন মূল কাগজ জমা দেননি।

আরএডি ২০২২ সালের ২১ শে মার্চ আপিলটি খারিজ করে দেয়। আরপিডির মতো, আরএডি দেখতে পেয়েছে যে মাসুদ তার দাবি প্রমাণ করতে জালনথি জমা দিয়েছিলেন।

সর্বপ্রথম ২০১৭ সালে মোহাম্মাদ জুয়েল হোসেন গাজী নামে ঢাকার মিরপুরের স্বেচ্ছাসেবক দলের একজন কর্মীর কানাডায় রাজনৈতিক আশ্রয়ের আবেদন নাকচ হওয়ার পর কানাডার ফেডারেল কোর্টে রিভিউর আবেদনে বিএনপিকে সন্ত্রাসী সংগঠন বলা হয়। ২০১৮ সালের জানুয়ারিতে বিএনপির কর্মী হিসেবে মো. মোস্তফা কামাল নামে এক ব্যক্তি আশ্রয় চাইলে দ্বিতীয় দফায় বিএনপিকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়। একই বছরের অক্টোবরে মাসুদ রানা এরপর ২০২২ সালে ছাত্রদল কর্মী সেলিম বাদশার অভিবাসন নাকচ করার সময়ও বিএনপিকে সন্ত্রাসী সংগঠন উল্লেখ করেন কানাডার আদালত।

সর্বশেষ গত ১৫ জুন মোহাম্মদ জিপসেদ ইবনে হক নামে এক বিএনপিকর্মী কানাডায় রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করলে তা নাকচ করে দেন দেশটির ফেডারেল কোর্ট। রায়ে উল্লেখ করা হয়, ওই ব্যক্তি এমন দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, যেই সংগঠন বল প্রয়োগ এবং সন্ত্রাসের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক সরকার উৎখাতের চেষ্টা করছে। রিভিউর আবেদন নিষ্পত্তিকালে আদালতের বিচারক বিএনপিকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে অভিহিত করেন।

দেশে রেমিটেন্স প্রবাহ বেড়েছে, ১৩ দিনে এসেছে সাড়ে ৮ হাজার কোটি টাকা

বিদেশি মুদ্রার সঞ্চয়ন বা রিজার্ভের অন্যতম প্রধান উৎস প্রবাসীদের পাঠানো রেমিটেন্স প্রবাহে কিছুটা গতি ফিরেছে। অক্টোবর মাসে প্রথম ১৩ দিনে প্রবাসীরা পাঠিয়েছেন ৭৮ কোটি ১২ লাখ ডলার। রেমিটেন্সে প্রতি ডলারের জন্য এখন ১১০ টাকা দিচ্ছে ব্যাংকগুলো। সে হিসাবে অক্টোবরের ১৩ দিনে ৮ হাজার ৫৯৩ কোটি টাকা এসেছে; প্রতিদিন এসেছে ৬৬১ কোটি টাকা।

বাংলাদেশ ব্যাংক রোববার রেমিটেন্স প্রবাহের সাপ্তাহিক যে তথ্য প্রকাশ করেছে। তাতে দেখা যায়, চলতি অক্টোবর মাসে প্রথম ১৩ দিনে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অবস্থানকারী প্রবাসীরা ৭৮ কোটি ১২ লাখ ডলার পাঠিয়েছেন। প্রতিদিনের গড় হিসাবে এসেছে ৬ কোটি ডলারের কিছু বেশি। মাসের বাকি ১৮ দিনে এই হারে আসলে মাস শেষে মোট রেমিটেন্সের অঙ্ক দাঁড়াবে ১৮৬ কোটি ২৮ লাখ ডলার।

সেপ্টেম্বর মাসে প্রবাসীরা ১৩৪ কোটি ৩৬ লাখ (১.৩৬ বিলিয়ন) ডলার দেশে পাঠিয়েছিলেন। প্রতিদিনের গড় হিসাবে এসেছিল ৪ কোটি ৪৭ লাখ ডলার। একক মাসের হিসাবে সেপ্টেম্বর মাসের রেমিটেন্স ছিল সাড়ে তিন বছরের মধ্যে সবচেয়ে কম।

২০২০ সালের এপ্রিলে ১০৯ কোটি ২৯ লাখ (১.০৯ বিলিয়ন) ডলার পাঠিয়েছিলেন প্রবাসীরা। এর পর গত সাড়ে তিন বছরে সেপ্টেম্বরের মত এত কম রেমিটেন্স দেশে আসেনি।

২০২০ সালের প্রথম দিকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মত বাংলাদেশেও করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। দেশে দেশে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। শুরু হয় লকডাউন; সব কিছু বন্ধ হয়ে যায়। কমতে শুরু করে রেমিটেন্স। সেই ধাক্কায় ২০২০ সালের মার্চে রেমিটেন্স ১২৭ কোটি ৬২ লাখ ডলারে নেমে আসে। এপ্রিলে তা আরও কমে ১০৯ কোটি ২৯ লাখ ডলারে নেমে আসে। এর পর থেকে অবশ্য রেমিটেন্স প্রবাহ বাড়তে থাকে।

অর্থবছরের প্রথম মাস জুলাইয়ে ১৯৭ কোটি (১.৯৭ বিলিয়ন) ডলার রেমিটেন্স পাঠিয়েছিলেন প্রবাসীরা। প্রতিদিনের গড় হিসাবে এসেছিল

৬৯৪ কোটি টাকা।গত বছরের সেপ্টেম্বরে ১৫৩ কোটি ৯৬ লাখ ডলার রেমিটেন্স দেশে এসেছিল।

রেমিটেন্সে গতি ফেরায় গত সপ্তাহে রিজার্ভ কমেনি; বিপিএম৬ হিসাবে রিজার্ভ সামান্য বেড়েছে। গত সপ্তাহের শেষ দিন বৃহস্পতিবার আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) হিসাব পদ্ধতি বিপিএম৬ অনুযায়ী বাংলাদেশের রিজার্ভ ছিল ২১ দশমিক শূন্য সাত বিলিয়ন ডলার। বাংলাদেশ ব্যাংকের ‘গ্রস’ হিসাবে রিজার্ভ ছিল ২৬ দশমিক ৮৫ বিলিয়ন ডলার। আগের সপ্তাহের শেষ দিন বৃহস্পতিবার বিপিএম৬ হিসাবে রিজার্ভ ছিল ২১ দশমিক শূন্য পাঁচ বিলিয়ন ডলার। ‘গ্রস’ হিসাবে রিজার্ভ ছিল ২৬ দশমিক ৮৬ বিলিয়ন ডলার।

বাংলাদেশে মানবাধিকার চর্চা এবং ইইউ’র তথাকথিত মানবাধিকার শিক্ষা

নিজ ঘর না সামলে আজকাল পশ্চিমার যেভাবে আমাদের রাজনীতি, বিচার ব্যবস্থা এবং মানবাধিকার ইস্যুতে একের পর এক হস্তক্ষেপ করে যাচ্ছে এর নিন্দা জানানোর ভাষা নেই। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হচ্ছে আমাদের নিজ দেশের কিছু মানুষ এবং সুবিধাভোগী চক্র বিদেশি শক্তিগুলোকে এ ধরণের সুযোগ করে দিচ্ছেন। আজ কথা বলছি তথাকথিত মানবাধিকার সংগঠন ‘অধিকার’ এর অন্যতম কর্তাব্যক্তি আদিলুর রহমানের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের একটি বিচারিক আদালত কর্তৃক শাস্তি এবং এ বিষয় নিয়ে ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ)-র পার্লামেন্টে পাশকৃত প্রস্তাব, যেখানে তারা আমাদের মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। মজার বিষয় হচ্ছে এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছেন খোদ ইইউ পার্লামেন্ট সদস্য ম্যাক্সিমিলিয়ন ক্রাহ। সুযোগ পেলেই পশ্চিমারা আমাদের মাননাধিকার শেখাতে আসে এবং এটিকে আমাদের সাহায্যের বিনিময়ে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

তাদের এই তথাকথিত মানবাধিকার চর্চার বিষয়টি কতটুকু স্ববিরোধী এর

সর্বসাম্প্রতিক উদাহারণ হচ্ছে ইসরাইল এবং হামাসের মধ্যকার চলমান সংঘাতে ইসরাইলের সামরিক বাহিনী (সেই সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ সমর্থনে) কর্তৃক গাজা উপত্যকায় জাতিগত ধ্বংসযজ্ঞ নিয়ে আমরা মানবাধিকার লঙ্ঘনজনিত বিষয়ে কোন কথা ইইউ-র কাছ থেকে এখন পর্যন্ত শুনিনি। প্রকারান্তরে আমরা যুক্তরাষ্ট্রের গতিবিধি দিয়েই কিন্তু তাদের মানসিকতাকে যাচাই করতে পারছি। সেই সাথে দশকের পর দশক ধরে চলমান ফিলিস্তিন-ইসরাইল সংঘাতে পশ্চিমারা সরাসরি ইসরাইলের পক্ষ্যেই তাদের অবস্থান ব্যক্ত করে আসছে।

বাংলাদেশে ২০১৩ সালের ৫ মে রাজধানীর মতিঝিলে হেফাজতে ইসলাম কর্তৃক সাধিত তাণ্ডবে সরকারের তরফ থেকে যে ভূমিকা নেয়া হয়েছে, এক্ষেত্রে সরকার ভুলটি কোথায় করেছে, সেই প্রশ্নে না গিয়ে গুজব সৃষ্টিকারী কিছু ব্যক্তির পক্ষ্যে সরাসরি অবস্থান নিয়ে তারা আসলে আমাদের দেশকে নিয়ে কি ভাবছে এবং কোন পর্যায়ে টেনে নামাতে চাইছে-বিষয়টি কিন্তু গভীর উদ্বেগের। আমরা যদি পাল্টা আমাদের দিক থেকে তাদের উল্টো জিজ্ঞেস করি, পশ্চিমা কোন দেশের স্বাভাবিক কর্মকান্ডে যদি কোন অপশক্তি সাধারণ জনগণের অধিকারের বিপরীতে কাজ করে তাহলে সেদেশ বা দেশগুলোর সরকার কি করে থাকে? আমরা এরকম অনেক দেখেছি যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, স্পেন, যুক্তরাজ্যসহ অনেক ইউরোপীয় দেশে তাদের ভাষায় বিভিন্ন সময়ে সন্ত্রাসী হামলার বিপরীতে বন্দুক যুদ্ধের মাধ্যমে কখনও হামলাকারীদের পাকরাও আবার কখনও হত্যার ঘটনা ঘটানো হয়। কিছুদিন আগেও ফ্রান্সে শ্বেতাঙ্গ পুলিশ কর্তৃক কৃষ্ণাঙ্গ নাগরিক হত্যা নিয়ে ব্যাপক বিদ্রোহ হয়েছে। দেশটির সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে বিভিন্ন সময় সংখ্যালঘু মুসলিম এবং কৃষ্ণাঙ্গদের নিয়ে বিদ্রুপাত্মক মন্তব্যের জবাবে কি আমরা কখনো ইইউর মানবাধিকার কমিশনকে সচেতনভাবে কোন ভূমিকা নিতে দেখেছি? দেখিনি।

বাংলাদেশের বিচারিক আদালতের রায়ে যিনি দোষী সাব্যস্ত হয়ে কারাদন্ডে দণ্ডিত হয়েছেন তার অপরাধের মাত্রাটুকু যদি আমরা বিবেচনা করে দেখি তাহলেই বুঝতে পারব পশ্চিমা ইইউ কর্তৃক এই রায়ের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া কতটা অশোভন। ২০১৩ সালের ৫ মে হেফাজতে ইসলামের সমাবেশের সময় তারা যে ধরণের নৈরাজ্য সৃষ্টি করেছিল, এতে করে পুরো ঢাকা প্রায় অচল হবার অবস্থা হয়েছিল। সরকারের তরফ থেকে বারবার তাদের শান্তিপূর্ণ উপায়ে সভা সমাবেশ এবং যৌক্তিক পন্থায় তাদের দাবীর কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে জনজীবনে আতংক সৃষ্টি করা থেকে বিরত থাকতে বলা হলেও তারা সেবিষয়ে কর্ণপাত করেনি। সবশেষে

জনস্বার্থে পুলিশী অভিযানের মধ্য দিয়ে ১৩ জন নিহত হয়েছে বলে জানা গেলেও অধিকারের পক্ষ থেকে জানানো হয় ব্যাপক অভিযানে ৬৩ জনকে হত্যা করা হয়েছে। পরবর্তীতে দেখা যায়, তাদের দাবি করা অনেকেই স্ব স্ব কর্মস্থলে চাকরি করছেন। সরকারের পক্ষ থেকে নিহতদের তালিকা চেয়ে অধিকারকে চিঠি দেয়া হলে সেই চিঠিকে গ্রাহ্য করেনি তারা। এর মধ্য দিয়ে এটাই মনে হওয়া প্রাসঙ্গিক যে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগণকে উস্কানী দেয়ার মাধ্যমে দেশে এবং দেশের অভ্যন্তরে তারা সরকারের ভাবমূর্তিকে ক্ষুণ্ন করতে চেয়েছে। এর পদক্ষেপ হিসেবে মামলা এবং ১০ বছরের বেশি সময় পর রায় হলে অধিকার সম্পাদক আদিলুর রহমান এবং পরিচালক নাসির উদ্দিন এলানকে ২ বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। তারা যদি তাদের আত্মপক্ষ সমর্থন করে তাদের দাবি অনুযায়ী মৃতের সংখ্যা প্রমাণ করতে পারতেন তাহলে তো আর মামলার কোন আবশ্যকতা থাকতনা। নিছক গুজব ছড়িয়ে সরকারকে বেকায়দায় ফেলে দেশের কোটি কোটি মানুষকে নিয়ে তারা ছেলেখেলায় মেতে উঠেছিলেন। এর পেছনে দেশীয় অপশক্তির মদদের সাথে বিদেশী শক্তির উস্কানী সমন্বিতভাবে কাজ করেছে, যার অর্থ দাঁড়ায় বাংলাদেশকে একটি ব্যর্থ রাষ্ট্রে পরিণত করা। আর এটা করতে পারলে এখানে আফগানিস্তান বা পাকিস্তানের মত করে তারা তাদের স্বার্থকে চরিতার্থ করতে পারবে। যে বিষয়টি তাদের নিজের দেশের ক্ষেত্রেও অমার্জনীয় অপরাধের পর্যায়ে পরে, সেখানে আমাদের আদালতের রায়কে নিয়ে কটাক্ষ করা এবং বাতিলের দাবী করা এবং এটিকে মানবাধিকার পরিপন্থী হিসেবে চিহ্নিত করার প্রয়াস একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের মর্যাদাকে ভুলন্ঠিত করার চেষ্টা বৈ অন্য কিছু নয়।

ইইউ-র সর্বশেষ প্রতিক্রিয়া এবং আমাদের রাজনীতিতে তারাসহ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নানাবিষয়ে সাম্প্রতিক সময়ে হস্তক্ষেপ করতে চাওয়ার প্রয়াস একই সূত্রে গাঁথা। একটি দেশের আদালতের রায় নিয়ে অসন্তোষ ব্যক্ত করার মধ্য দিয়ে তারা কোন ধরণের মানবাধিকারের চর্চা করতে চেয়েছেন সেটা এক বড় প্রশ্ন। তথাকথিত কিছু মানবাধিকার সংগঠন বাংলাদেশের ১৭ কোটির অধিক মানুষের মৌলিক অধিকার রক্ষা এবং চর্চায় কাজ করছে নাকি এর নাম নিয়ে কোন নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের হয়ে বিদেশীদের কাছে ধর্না দিচ্ছে বিষয়টি আজ সচেতন মহলের জন্য ভাবনার বিষয়।

লেখক: অধ্যাপক, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।